সংবাদ

তারিখ 07 OCT 2013
পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৮

জাবিতে সংকট অব্যাহত

সেশনজটে পড়তে যাচ্ছে ভর্তি পরীক্ষা, নিয়ে সংশয়

প্রতিনিধি, জাবি

উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে চলমান সংকটের ফলে মারাত্মক ধরনের সেশনজটে পড়তে যাচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা।

২৮ সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষকদের চলমান কর্মবিরতির ফলে বন্ধ রয়েছে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম। অন্যদিকে রেজিস্ট্রারের অবরোধ তুলে নেয়ার দাবিতে কর্মকর্তাদের চলমান কর্মবিরতিতে বন্ধ রয়েছে প্রশাসনিক কার্যক্রম।

এ মাসের ১০ তারিখ থেকে পূজা ও ঈদের ছুটি ঘোষণার কথা থাকলেও ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকার কারণে অনেক শিক্ষার্থীই ইতোমধ্যে হল ত্যাগ করেছেন। অধিকাংশ বিভাগেই কোর্স শেষ হতে এখনও বেশ সময়ের প্রয়োজন। অথচ সাধারণত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের মধ্যে বিভাগগুলোর কোর্স শেষ হয়ে থাকে। অন্যদিকে ২-৯ নভেম্বর ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের প্রথম পরীক্ষা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

পরীক্ষা : নিয়ে সংশয়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বর্ষে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তির লিখিত পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা হলেও তা আলোর মুখ দেখবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কারণ কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যই উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে আন্দোলনে রয়েছেন। তারা উপাচার্যের অধীনে ভর্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে না বলে অনেক আগ থেকেই জানিয়ে আসছেন। তাদের দাবি উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক এমএ মতিনের অধীনে দিলেই কেবলমাত্র অংশগ্রহণ করবে তারা। তবে সম্প্রতি শনিবার ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সভাপতিত্ব করেছেন উপাচার্য নিজেই। যা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা। তাদের দাবি এ বৈঠক কোন বৈঠকই নয়- আমাদের জানানো হয়নি। আর জানালেও আমরা উপাচার্যের অধীনে কোন ধরনের কর্মকাণ্ডে অংশ নেব না।

এদিকে ৩ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়টির সমস্যা সমাধানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তদন্ত কমিশন গঠন করলেও এখন পর্যন্ত তা বাস্তবতার মুখ দেখেনি। যার ফলে পুনরায় শুরু হয়েছে শিক্ষক আন্দোলন। অথচ মন্ত্রণালয় থেকে নেয়া ১৫ কার্যদিবস শেষ হয়েছে গতমাসের ২৪ তারিখে ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতির দায় মোটেও এড়াতে পারছেন না উর্ধ্বতন প্রশাসন।